এজেন্ট ব্যাংকিং
আপনার দোরগোড়ায়

ব্যাংক এশিয়ার

এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস

১৭ জানুয়ারি ২০১৭

নৌকায় বসে ব্যাংকিং অন্তর্ভূক্তিকরণ

দূর্গম পার্বত্য এলাকায় ব্যাংকিং সেবা দান

রিক্সা যাত্রীর হিসাব খোলা

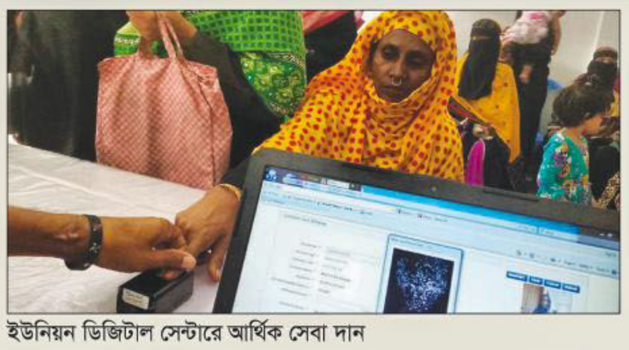
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আর্থিক সেবা দান

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

আজ ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস'। ব্যাংকিং-সেবা-বহির্ভূত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাংক এশিয়া প্রবর্তিত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর তৃতীয় বর্ষ পূর্তির শুভক্ষণে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক সহ ব্যাংকের সকল এজেন্ট ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে -- সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে আমাদের ব্যাংক দেশের মানুষের কল্যানে নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর অন্যতম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে ২০১৪ সালে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন। এর আগে অর্থাৎ ২০১২ সালে আমরা ব্যাংক এশিয়া সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প'একটি বাড়ি একটি খামার'-এর ব্যাংকিং সহযোগী হিসাবে কাজ শুরু করি। সরকারের এ প্রকল্পে আমরা বিনামূল্যে একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যার প্রদান করি যাতে করে উপকারভোগী জনগোষ্ঠী অনলাইনে তাদের কাঙ্খিত আর্থিক সেবা পেতে পারে। বর্তমানে দেশের ৩৫ জেলার ২৫২টি উপজেলাধীন ১৩ লক্ষ প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠী এ সেবা সহায়তার সুফল ভোগ করছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে ১০ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রকল্পের উপকার ভোগীদেরকেও এজেন্ট ব্যাংকিং-এর সদস্যভুক্ত করে আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি-পোশাক-শিল্পে কর্মরত কয়েক লক্ষ কর্মীর বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কাজ শুরু করেছে। দেশের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে এজেন্ট আউটলেট হিসাবে ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, পঙ্গু ভাতা সহ সরকারের বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পৌছে দিচ্ছে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেল। একই সাথে গ্রাহকবৃন্দ সেখানে সব ধরনের ব্যাংকিং সেবাগ্রহণ, রেমিট্যান্সের টাকা উত্তোলন, পাসপোর্ট ফি জমাদান এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধসহ নানা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

আজকের এ শুভক্ষণে আমি ব্যাংক এশিয়ার সকল এজেন্ট, সহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং সেবা-প্রদানকারী কর্মীবাহিনীকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে এ বিশেষায়ীত ব্যাংকিং সেবাকে পৌছে দিতে নিরলস কাজ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কল্যানে আগামীতে আরো শক্তিশালী হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক দিগন্ত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস' ও এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

আ. রউফ চৌধুরী

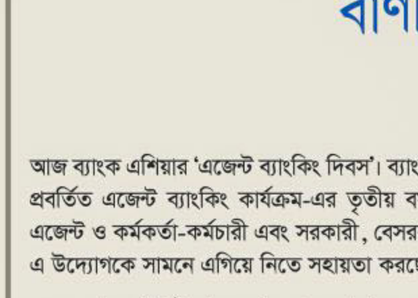

সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব
- মাসিক সঞ্চয়ী হিসাব
- মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
- স্কুল ব্যাংকিং
- নগদ জমা ও উত্তোলন
- ফান্ড ট্রান্সফার (ব্যাংক এশিয়ার যে কোনো হিসাবে)
- ই.এফ.টি.এন এর মাধ্যমে ফান্ড ট্রান্সফার (যে কোনো ব্যাংকের হিসাবে)
- বৈদেশিক রেমিটেন্স-এর অর্থ প্রদান
- পাসপোর্ট ফি প্রদান
- ইউটিলিটি বিল গ্রহণ
- ভোক্তা ঋণ প্রদান
- ডেবিট কার্ড প্রসেসিং
- সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের দারিদ্র বিমোচন 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্পের উপকারভোগীদের সহায়তাকল্পে ব্যাংক এশিয়া প্রদত্ত ব্যাংকিং সফটওয়্যার সেবার প্রদর্শনী লক্ষ্য করছেন। ব্যাংক এশিয়া একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ১৩ লক্ষ উপকারভোগীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে।

ভিশন

অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ব্যাংকিং-সেবা-বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক দাশ গুপ্ত অসীম কুমার এবং ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান জনাব আ. রউফ চৌধুরী ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার জৈনসারে দেশের প্রথম এজেন্ট বুথ উদ্বোধন করছেন

মিশন ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসাবসকারী ব্যাংকিং-সেবা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সর্বোত্তম প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যাংকিং সেবাদানের মাধ্যমে অধিক সুরক্ষিত অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের ব্যাংক এশিয়ার স্মার্ট কার্ড প্রদান করছেন

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এসইমই ক্লাস্টারকে ঋণ সহায়তা

প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাণী

আজ ১৭ জানুয়ারি। ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস'। আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার তৃতীয় বর্ষপূর্তি। দিবসটির প্রতিপাদ্য- ভাগ্যোন্নয়নে দেশের প্রতিটি মানুষের একটি করে ব্যাংক একাউন্ট।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও নীতিমালা অনুসরণ করে ২০১৪ সালে আমরা বাংলাদেশে সর্ব প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করি। এর আগে পাইলট পর্বটি শুরু হয় রাজধানীর পাশ্ববর্তী জেলা মুন্সিগঞ্জে। অনেক বাঁধা পেরিয়ে উদ্যোগটি আজ দেশে ব্যাংকিং-সেবা-বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের পাশাপাশি যে সকল ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং চালুর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল পৌছে দিতে আত্মনিয়োগ করেছে-আজকের শুভ মুহূর্তে আমি তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বর্তমানে আমরা দেশের ৪৭টি জেলায় এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ করেছি। বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি প্রান্তিক কৃষকের জন্য 'এ-কার্ড' এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছি।

আমাদের সেবার পরিধি পঞ্চগড়ের প্রাক্তন ছিটমহল দেবীগঞ্জ থেকে সাতক্ষীরা সুন্দরবন-ঘেষা জনপদ গাবুরা-পাতাখালী, চট্টগ্রামের বাঁশখালী, রাঙামাটির দূর্গম লোকালয়, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এ সেবা দ্রুত সম্প্রসারণে আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সহ সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং 'a2i' প্রকল্প সহ উন্নয়ন সংস্থা UNDP, WFP, CARE, swisscontact, USAID এবং MasterCard সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়েছি। এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌছে দিচ্ছি। সম্মিলিতভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। গত তিন বছরে আমাদের এজেন্টগণ অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আমাদের নিবেদিত-প্রাণ কর্মীগণ এ বিশেষায়ীত ব্যাংকিং সেবাকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দিতে নিরলস কাজ করছে। সকলকে ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস'-এর শুভক্ষণে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আগামীতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিতে সক্ষম হব। আর এর মাধ্যমে অর্জিত হবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার কাঙ্খিত লক্ষ্য।

মোঃ আরফান আলী

মাইলষ্টোন

২০১৩	এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অনুমোদন লাভ
	প্রথম এজেন্ট নিয়োগ
	প্রথম গ্রাহক হিসাব খোলা
২০১৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার জৈনসার গ্রামে প্রথম এজেন্ট বুথ উদ্বোধন
২০১৫	এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে দেশে প্রথম স্কুল ব্যাংকিং সেবা চালু
	এনজিও উপকার ভোগীদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান শুরু
২০১৬	অনলাইনে তৈরি-পোশাক-শিল্প কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান শুরু
	কৃষকদের সেবায় স্মার্ট কার্ড 'এ-কার্ড' চালু
	এক লক্ষ ত্রিশ হাজার একাউন্ট খোলা

অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যাংকিং সহায়তা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করার পাশাপাশি দারিদ্রতাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার অভিপ্রায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন কল্যান রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাদপদ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, অনগ্রসর ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন নিরাপত্তা সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ সকল সেবার মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপ-বৃত্তি অন্যতম।

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা অতি সহজে উপকার ভোগীদের হাতে পৌছে দিতে ব্যাংক এশিয়ার 'এবাএখা' অপারেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালনায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ৫টি জেলার ১২ টি উপজেলায় ১০০-এরও বেশী এজেন্ট আউটলেট ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এর মাধ্যমে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের হাতে ভাতা পৌছে দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি উপকারভোগীর অনুকূলে ইলেকট্রনিক উপায়ে আলাদা একাউন্ট খোলা হয়েছে। টাকা উত্তোলনের জন্য তাদেরকে বিশেষ কার্ড প্রদান(NFC)করা হয়েছে। এখন ভাতা গ্রহণের জন্য তাদের আর দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না, কিংবা দূরবর্তী স্থানে যেতে হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী সহায়তার টাকা চলে যাচ্ছে তাদের একাউন্টে। নিকটবর্তী এজেন্ট আউটলেট অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে তারা অতি সহজে এ টাকা উত্তোলন করতে পারছে। আর যারা অসুস্থ, চলাচলে অক্ষম, প্রয়োজনে এজেন্টই বায়োম্যাট্রিক ডিভাইস নিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের দোরগোড়ায়। আঙুলের ছাপ নিয়ে হাতে তুলে দিচ্ছে সরকার প্রদত্ত ভাতার টাকা।

এ কর্মসূচির সফলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় ব্যাংক এশিয়াকে আরও ১০টি উপজেলার ৬০,০০০ সদস্যদের মাঝে অনুরূপ অর্থ বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করেছে।

২০১৬ সালে ব্যাংক এশিয়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১০,৫২৩ জন উপকারভোগীর হাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ১.৫০ কোটি টাকা তুলে দিয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিতে ব্যাংক এশিয়া এবং এক ঝাঁক কর্মীবাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থিক সহায়তা সহজতর করতে ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং তাদের নামে একাউন্ট খুলে ডিজিটাল পেমেন্ট সিষ্টেমের আওতায় নিয়ে এসেছে। তাদেরকেও অনুরূপ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রাণালয়ের আওতায় ৫,৯০০ সদস্যদের মাঝে ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা গরিব দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে দুঃস্থ পঙ্গুভাতার টাকা প্রদান

জাতিসংঘের বিশেষ দূত ও নেদারল্যাণ্ডস-এর মহামান্য রাণী ম্যাক্সিমা এবং ব্রাক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ গভীর আগ্রহের সাথে ব্যাংক এশিয়া প্রদত্ত এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার বর্ণনা শুনছেন।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় চর, বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থ বিতরণ আরো একটি মাইলফলক। এ কর্মসূচির আওতায় ২,০০০ সদস্যর মাঝে ৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারী খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি 'সৌহার্দ্য' প্রকল্পের ২ লক্ষাধিক হতদরিদ্র, হাওর, চর ও জনবিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় এনে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাংক এশিয়া ও কেয়ার বাংলাদেশ গত ডিসেম্বর, ২০১৬ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

দেশের উপ-জাতি ও নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী বরাবরই আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ডিএফআইডি'র সহায়তায় এবং 'গ্রিনহিল' এর বাস্তবায়নে ১২০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় 'গুড নেইবারস' এনজিও'র ২,৫২৬ জন উপকারভোগীর মাঝে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের সিংহভাগ দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

ব্যাংক এশিয়ার বোর্ড নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রুমি এ হোসেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কৌশিক বসু এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্ণর ড. আতিউর রহমানকে ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও আর্থিক পরিসেবা সম্পর্কে অবহিত করছেন।

অর্জিত সাফল্য

২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত

- সারাদেশে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গ্রাহককে আর্থিক সেবা প্রদান
- দেশের ৪৯টি জেলার ২২২ টি উপজেলায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ
- সারাদেশে ১৯.১৫ লক্ষ লেনদেনের মাধ্যমে ২,৮৪৩ কোটি টাকার সেবা প্রদান
- স্মাট কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান
- পল্লীর কৃষকদের ঋণ সহায়তাকল্পে স্মার্ট কার্ড 'A-Card' সেবা প্রবর্তন
- এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে ৩৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবাকল্পে বাংলা ভাষায় মোবাইল অ্যাপ-এর প্রবর্তন
- স্কুল শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে স্কুল-ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন

তৈরি-পোশাক-শিল্প কর্মীদের আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান

পল্লীর কৃষকের সহায়তাকল্পে প্রান্তিক কৃষককে স্মার্ট কার্ড 'এ-কার্ড' প্রদান

ব্যাংক এশিয়া